দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 JAN 1989

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন

CC7

১৩৩

# হাল জামানার পড়াশোনার হালহকিকত

হালজমানার বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা করে দেয়া হয়েছে দুঃখের বিষয়, তা না বোঝে ছাত্রছাত্রী নিজেরা, প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠে না তাদের গার্জেনরা আর খবরের কাগজগুলোর তো কথাই নেই; সমালোচনা করার জন্য ওৎ পেতেই থাকে; আর সুযোগ পেলেই হামলে পড়ে;

কোন ইউনিভার্সিটিতে সেশন জট এখন ক' বছরে গিয়ে ঠেকেছে, কোন পরীক্ষা কবার পিছিয়েছে কোন পরীক্ষার ফল বেরোচেছ না, সেসব নিয়ে কেচছা তো ফেঁদে বসেই; সাড়ম্বরে বর্ণনা করে স্যাডিস্ট আনন্দ তো লাভ করেই, এর ফলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ছাত্রদের হবু স্ত্রী ও পোলাপানের ও ছাত্রীদের (বিয়ে না হয়ে থাকলে) বিয়ের তাদের হবু খসমদের, এবং ভবিষ্যৎ বংশধর ভবিষ্যৎ দিয়ে আহাজারী-রোনাজারী করতে থাকে। এছাড়া জাতির ভবিষ্যৎ নিয়েও বিলাপে মত্ত হয়ে উঠে পত্র-পত্রিকা গুলো। তাদের ভাব দেখে মনে হয় যেন, চোর, জোচ্চোর, বাটপার ঘুষখোর, গুন্ডা, মাস্তানরা নয় দেশের বর্তমান আর ভবিষ্যতের আসল দুশমন হল গিয়ে সেশন জট, পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া আর পরীক্ষার ফল না বেরুনো। সত্যি কথা বলতে কি সেশন জটের বিরুদ্ধে, পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার মহান ট্রাডিশনের বিরুদ্ধে, পরীক্ষার ফল না বেরুনোর চমৎকার রেওয়াজের বিরুদ্ধে হালজামানার ছাত্রছাত্রীদের অন্যায় ভাবে ক্ষেপিয়ে তুলছে এক শ্রেণীর দায়িত্বজ্ঞানহীন সংবাদপত্রই।

কোন ইউনিভার্সিটিতে এখন কয় ব্যাচ পরীক্ষার্থী পরীক্ষার আশায় প্রহর গুনছে, কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রী পরীক্ষার ফলের জন্য আট মাস ধরে হা-পিত্যেশ করছে আর তার ফলে 'তাহারা কি হারাইতেছে' চিবিয়ে চিবিয়ে তার বয়ান দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল উস্কানী দিচেছ ঐসব পত্রপত্রিকা।

সেশন জট, কিংবা পরীক্ষা পিছানো কিংবা পরীক্ষার ফল দেরীতে বের করার যে ব্যবস্থা হালে পুরোপুরি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা কোন সন্দেহ নেই, এসব নিয়ে এক সময় বাড়াবাড়ি করা হত; কঠোর ও অন্যায়ভাবে আরোপিত নিয়মকানুনের বেড়াজালে এসব তখন বন্দী ছিল। পুরনো জামানায় কলেজ আর ভার্সিটিতে আগস্টের মধ্যে ভর্তি শেষ, সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাসের জোয়াল চাপিয়ে দেয়া হত ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে। একটু দম ফেলবার, ফুরসত নেবার মওকাও তখন তাদের মিলত না। পরীক্ষা আর ফল প্রকাশ নিয়েও নানারকম কড়াকড়ি ছিল।

বেশ কিছুদিন হল সেই দুর্দিনের অবসান হয়েছে, কেবল ছাত্রছাত্রীদের নয়, মাস্টার মশাইদেরও পরীক্ষা নেয়ার আর খাতা দেখার মালিক মোখতারদেরও। অনেক রেওয়াজ অবশ্য এখনো কিছুটা সংশোধনীসহ এখনো মানা হয়—যেমন যে ছাত্রটি গত বছর ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে, পরাধীন আমল হলে তাকে গত আগস্ট মাসেই ক্লাসের ধাক্কায় কাত হয়ে যেতে হয় কিন্তু এখন যে সুন্দর ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে করে আগস্ট মাসে ক্লাসের ভিতর তাকে ঢুকতে হবে বটে তবে ১৯৮৮র আগস্টে নয় ১৯৮৯র আগস্টে।

এই রকম বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে অনার্স ফাইনালের পরেও। বছরে আছে আরও নানা রকম ছুটি। না, কেবল ছাত্রদেরই নয়, মাস্টার সাহেবরাও তার ন্যায্য হিস্যা লাভ করে থাকেন।

ছুটি কাটানোর ফুরসতের এমন ঢালাও ব্যবস্থা আছে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।' সেশন জট নামক মহান ব্যবস্থাটি এই সুযোগ এনে দিয়েছে সবার জীবনে। ইউনিভার্সিটি জীবনের সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা এখন নেই।

পৃথিবীর অনেক দেশেই অবশ্য কলেজ ইউনিভার্সিটিতে একটানা অনেক দিন ছুটির ব্যবস্থা আছে কিন্তু পরীক্ষা অন্তে আমাদের ছেলেমেয়েরা যে লাগাতার ছুটি পায় তেমনি আর কোথাও নেই এমন কি আমাদের পড়শী ভারতেও নেই। এখনো সেখানে বিরাজ করছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের কঠোর সব নিয়ম-কানুনের শৃংখল এখনো ওখানের ছাত্রছাত্রীরা ভাঙতে পারেনি।

সেশন জট, কিংবা পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া কিংবা পরীক্ষার ফল দেরীতে বের করনোর ব্যবস্থা এখন পুরোমাত্রায় চালু হওয়ার ছাত্রছাত্রীদের বিশ্রামের দিনগুলোর সংখ্যাই কেবল বাড়ছে না, আরও অনেক ফায়দা লুটতে পারছে তারা। বয়স বিশের কোঠা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তাদের অঙ্গে ছাত্রত্বের সুবাস বইছে সেশন জটের মহিমায়।

সেদিন বৃটিশ আমলের এক জন ছাত্র দুঃখ করে বললেন, আমার মেয়েটাকে আমি আজকাল দারুণ হিংসা করি। আমরা অনার্স থেকে এমএ পর্যন্ত মাত্র চার বছর ইউনিভার্সিটিতে কাটালাম। মনে হয় ঢুকলাম আর বেরোলাম অথচ আমার মেয়েটা আশি দশকের প্রথম প্রভাতে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে আর এখনও সেখানে কি চমৎকার মার্কটাইম করছে। আট বছর পেরিয়ে গেল এখনও নাকি বছর দুয়েক লাগবে এমএ করতে। খাসা আছে, তোফা আছে। আমাদের মতো মাত্র চার বছরের মাথায় ধাক্কাধাক্কা দিয়ে বের তো ওদের করছেই না বরং যাতে করে আরও অনেক দিন স্থায়ী হয় ওদের ইউনিভার্সিটি জীবন সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সব রকম ব্যবস্থাই নিয়েছেন। হায়রে আমাদের সময়ে যদিও এমন ছাত্রমুখী কর্তৃপক্ষ থাকত ইউনিভার্সিটিতে?"

সেশনজট, কিংবা পরীক্ষা পিছানো কিংবা পরীক্ষায় ফল দেরীতে, বের করার ব্যাপারটা আমাদের পছন্দ না হলেও এটা কিন্তু বিদেশীদের দারুণ আকৃষ্ট করেছে। শোনা যাচেছ, ছাত্র জীবনের দীর্ঘায়ু যাদের লক্ষ্য তারা বাংলাদেশকে আদর্শ হিসাবে জ্ঞান করে। এদেশে ছাত্রত্ব বরনের জন্য তারা লালায়িত।

অতি সম্প্রতি তার প্রমাণও মিলেছে। সুদূর নরওয়ে থেকে ছাত্রছাত্রী আসছে বাংলাদেশে পড়াশোনা করার জন্য। বুধবারেই একটি পত্রিকায় বেরিয়েছে খবরটি। আর আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি সেশনজট, পরীক্ষা পিছানো আর পরীক্ষার ফল দেরীতে বেরুনোর ফলে এদেশের ছাত্রছাত্রীরা যে সুফল ভোগ করে তাতে প্রলুব্ধ হয়েই তারা বাংলাদেশে পড়াশোনা করতে আসছে। আমাদের আশা এখন থেকে আরও বিদেশী ছাত্র আসবে ঐ সুবিধাগুলো ভোগ করার জন্য। তবে এটা ভয়ের কারণও হতে পারে: কেননা বেশি বিদেশী ছাত্র এলে আমাদের নিজেদের দেশের ছাত্ররা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির অনন্তকাল ধরে বিশ্রাম লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের একটি ভালো প্রস্তাব আছে। তা হল: আমাদের যে সব ব্যক্তি ইত্যাদি বাংলাদেশে ছাত্র জীবনের আয়ু বাড়ানোর জন্য সেশনজট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন, পরীক্ষা পিছানোর মহান ট্রাডিশন গড়ে তুলেছেন এবং পরীক্ষার ফল দেরীতে বের করার ব্যাপারে নিবেদিত প্রাণ তাদের বরং ঐসব দেশ উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা হিসাবে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যান।

—খোন্দকার আলী আশরাফ